যুগান্তর
তারিখ AUG. 11. 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

৩৭

মুহাম্মদ ফায়জুল হক

মাদ্রাসা ছাত্র প্রতিভার খোঁজে

মুহাম্মদ আশরাফুল আলম। নবম শ্রেণীর ছাত্র। ঢাকা দারুণ নাজাত মাদ্রাসা থেকে এসেছেন পুরস্কার নিতে। জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থানের পুরস্কারটি তুলে নিলেন তিনি দেশের শীর্ষ বিদ্যাপিঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এসএমএ ফয়েজের কাছ থেকে। ১৬ বছরের কিশোর আশরাফুল কেবল পুরস্কারটিই পেল না, সেই সঙ্গে পেল অফুরন্ত ভালোবাসা, উৎসাহ এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। এই পুরস্কার তাকে পথ দেখাচ্ছে একটি স্বপ্নিল ভবিষ্যতের। যা তাকে নিয়ে যেতে পারে সাফল্যের উঁচু থেকে আরও উঁচু সিঁড়িতে। এরকম আরও আশরাফুল সেন্টার ফর ন্যাশনাল এন্ড রিজিওনাল স্টাডিজ কর্তৃক আয়োজিত ইসলামে সন্ত্রাসের স্থান নেই শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার নিতে গিয়ে স্বপ্ন বুনেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার। এভাবে আরও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কি পারে না মাদ্রাসা ছাত্র প্রতিভার সন্ধানে নিজেদের নিয়োজিত করতে?

দেশের প্রতিটি বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায় থেকে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয় মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য। সারাদেশ থেকে ১৭৮ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে। তা থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তদের পুরস্কৃত করা হয় ২২ জুলাই ঢাকায়, দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সামনে। চট্টগ্রাম থেকে পুরস্কার নিতে এসে অনুপ্রাণিত এক মাদ্রাসা ছাত্র বললেন, ঢাকায় এসে এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির হাত থেকে পুরস্কার হাতে নেব তা কখনও কল্পনাও করিনি। এ ধরনের প্রতিযোগিতা আমাদের জানার পরিধি বাড়িয়ে দেবে। অন্যদের সমোপযোগী হিসেবে গড়ার সুযোগ করে দেবে। অন্যদের তথা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সমকক্ষ হিসেবে গড়ার ব্যাপারটি ঘুরেফিরে বারবার এসেছে ছাত্র ও আমন্ত্রিত আলোচকদের আলোচনায়। তারা মাদ্রাসা ছাত্রদের আরও প্রতিযোগী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমান অর্জনের কথা বলেছেন। আয়োজকরাও চান মাদ্রাসা ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে। সে কথাই জানা গেল প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী সভাপতি হোসেনের সঙ্গে কথা বলে। তিনি জানালেন, আমাদের উদ্দেশ্য মাদ্রাসাগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসা। আলেম সমাজ ও বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজের মাঝে একটা অঘোষিত তফাত আছে বলে ধরে নেয়া হয়। আমরা তার অবসানে কাজ করছি। গত ১ এপ্রিল ওলামায়েকেরাম এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। তারা মতবিনিময় করেছে দু'পক্ষে। ইসলামবিষয়ক গবেষণার জন্য কক্সবাজারে আমাদের রয়েছে ইসলামিক ইনফরমেশন এন্ড রিসার্চ সেন্টার। এখানে প্রশিক্ষিত হচ্ছে আলেম, ইমাম, মাদ্রাসা ছাত্র। যা তাদের সময়োপযোগী দক্ষ মানবশক্তিতে পরিণত করছে। প্রাথমিকভাবে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে এসবের অর্থ যোগান দিচ্ছি। আগামীতে ফান্ড করে আরও বড় বড় উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা আছে আমাদের যদি সত্যিই এসব কিছু হতে থাকে তবে মহান আল্লাহ তাদের যথার্থ প্রতিদান দেবেন। নতুন নতুন প্রতিভা বের হয়ে আসবে মাদ্রাসা থেকে। প্রতিভা দিয়ে জয় করবে তারা সবাইকে। মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা জগতের মধ্যে যে দূরত্ব রয়ে গেছে তা ঘোচার পথ উন্মোচিত হবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিভার খোঁজে যদি বড় বড় বিজ্ঞাপন দেয়া যায়, স্পন্সরের পর স্পন্সর দাঁড়িয়ে যায় তবে মাদ্রাসা ছাত্র থেকে কেন প্রতিভার খোঁজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এগিয়ে আসবে না? গায়ক, নায়ক, বিতার্কিক, লেখিয়ে, পড়িয়ে, আঁকিয়ে, অংক কষিয়ে ইত্যাদি কত রকম প্রতিযোগী চেয়েই বিজ্ঞাপন এসেছে বিভিন্ন সময়ে। তাদের স্পন্সর করেছে বড়সড় নামী-বেনামী প্রতিষ্ঠান। মুনাফাও কিন্তু কম লুটা হয়নি এসব করে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য কি করা হল? তারা কী প্রতিভাশূন্য? তারা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে পারে না। বিতর্ক করতে পারে না। অংক কষতে, গাইতে বা আঁকতে পারে না। বাঁশের কুড়লের মতো ঢেকে রাখলে সব সময় কুড়লই থাকা হয়। আর বাঁশ হয়ে গগনচুম্বী হওয়া যায় না। আমাদের মাদ্রাসা ছাত্রদের তেমনি কি কুড়ল করেই রাখা হয়েছে। তাদের মেধাকে ঢেকে রাখা হয়েছে! প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। ফলে সারা জীবন ছোট বাঁশই থেকে যাচ্ছে আর বড় হতে পারছে না। মাদ্রাসাগুলোতেও প্রতিভার খোঁজ করতে হবে। বের করে আনতে হবে সেখান থেকে ভালো মেধাগুলোকে। কাজে লাগাতে হবে তাদের দেশ ও দশের কল্যাণে। কেবল সেন্টার ফর ন্যাশনাল এন্ড রিজিওনাল স্টাডিজ বা সিএনআরএস নয়। আরও কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে এক্ষেত্রে। মাদ্রাসাগুলো থেকে আহ্বান জানাতে হবে বেশি করে ধর্মীয় ও জাতীয় বিষয়ে রচনা, বিতর্ক, ক্যালিগ্রাফি, শিল্পকর্ম কিংবা দেশীয় সংস্কৃতি বিষয়ক নানা প্রতিযোগিতার। অবশ্যই প্রতিভা আছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের। তা না হলে সেই প্রতিযোগিতায় ঢাকার বাইরের রাজশাহী থেকে ৮৭ জন নারী অংশ নিত না। চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ২য় হতো না নারী শিক্ষার্থী। কিংবা ঢাকার একেবারে কিশোর আশরাফুল এভাবে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হতো না। সত্যিকার অর্থে দেশের কল্যাণ, বৈষম্য ও বিভেদমুক্ত সমাজ গড়তে এসব মেধা কাজে লাগাতে জানতে হবে।

মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগী করে গড়তে হবে। তাদের বিকশিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে। উঠিয়ে আনতে হবে অন্যদের কাতারে। তবেই দেশ, সমাজ, মাদ্রাসার কল্যাণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পুরস্কার দিচ্ছেন। পাশে ড. শমশের আলী